



০৮ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

22 June 2025

The Financial Express

DU DORM CANTEENS

Substandard food still served, even after regime change

ARMAN HOSSEN, DU

"I no longer eat from the hall canteen because the food is unhygienic. It's difficult, but I cook for myself. The condition of the food in the hall canteen is so poor that anyone used to home-cooked meals wouldn't be able to tolerate it. Students only eat there out of sheer necessity," said Umme Habiba Preeti, a student of the Public Administration Department at the University of Dhaka.

Preeti is a second-year residential student at Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall.

Her experience is not unique—students from almost every hall at Dhaka University share similar grievances. For residential students at DU, canteen is the source of daily meals. The university subsidises gas, water, and electricity for these canteens to ensure affordable and quality food. Before the July mass uprising, canteen directors blamed extortion and free meals demanded by Chhatra League leaders for the poor food quality.

After the July uprising, influence of Chhatra League has disappeared from halls, for which students hoped newly for better food services.

However, that hope has been crushed as the situation remains unchanged, with inadequate monitoring from the hall administration.

Across halls, students report finding insects in food, unclean kitchen conditions, and repetitive and tasteless meals. Many say they feel sick after eating regularly from the canteens. Falguni Chowdhury Adi, a student of Rokeya Hall, said nothing has changed in price or quality.

"The biggest issue is hygiene. I once found an insect in my food. Rotten



- **Across halls, students report finding insects in food, unclean kitchen conditions, and repetitive and tasteless meals**
- **Now free from political pressure, canteen operators point to rising commodity prices as the main challenge**
- **Unclean canteens increase the risk of disease and irregular or inadequate meals can weaken students physically: Experts**

fish and meat are also common," she said, adding many students avoid meals and suffer from malnutrition. Imran Hossain from Dr Muhammad Shahidullah Hall noted a slight improvement in taste but said overall quality remains poor.

Tahzib Adnan, student of Surya Sen Hall, said, "The same food is served every day, and it's rarely fresh. Chicken isn't cleaned properly, and fish often still has scales. But we have no alternative option."

Now free from political pressure, canteen operators point to rising commodity prices as the main challenge. They admit that occasional carelessness also leads to valid complaints. Mohammad Shahabuddin, director of

Surya Sen Hall's canteen, said, "Ingredient prices are high, and we can't raise food prices. With 22 staff members to pay and frequent spoilage of bulk items, it's hard to make a profit."

Harunur Rashid, who runs the Shapla Canteen at Rokeya Hall, echoed the same. "We try to serve better food and listen to students, but not everyone is satisfied. I personally monitor shopping and cooking. Still, different students have different tastes, and we can't meet all expectations." He acknowledged that since food is served openly, insects sometimes fall in. "We're trying to be more careful about that," he added.

In response, hall authorities claimed

that they have taken steps. Some canteen directors have been replaced, and house tutors occasionally inspect kitchens. Still, they admit the challenge of balancing cost and quality. Dr Aleya Begum, provost of Bangamata Hall, said regular monitoring is in place, but complaints persist. "You can't expect canteen food to taste like home cooking. Still, we try to act on students' concerns."

However, health experts have raised alarms. While speaking with the FE, Dr Abbas Ali Khorshed, associate professor at the Institute of Nutrition and Food Science of the university, warned that students could quickly suffer from vitamin deficiencies due to poor-quality food.

Unclean canteens increase the risk of disease. Irregular or inadequate meals can weaken students physically.

He noted, "Excessive salt in food can lead to high blood pressure at a young age. Reusing the same oil repeatedly creates trans fat, which are harmful and can lead to heart disease. Repetitive meals reduce appetite, and the campus lacks nutritious fruits and vegetables. These may not cause immediate problems, but they can trigger serious health issues in the near future."

Regarding the issue, Professor Abdullah Al Mamun, convener of the Provost Standing Committee, said that in several halls, rent has been reduced and management changed to improve services. "We've told canteen operators to reduce profits if necessary to maintain food quality. Things will improve gradually," he said.

He also confirmed that each hall has a food monitoring committee. "If anyone is found neglecting their duties, we'll take further action," he added.

armanhossen7971@gmail.com



কালের কণ্ঠ

সুশৃঙ্খল ও শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস প্রত্যাশা

মানজুর হোসাইন মাহি >

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন-২০২৫ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও প্রত্যাশা লক্ষ করা গেছে। শিক্ষার্থীরা ডাকসুর কাছে ক্যাম্পাসের শিক্ষার মানোন্নয়ন, হলের আবাসন ও খাবারের সুবিধা বৃদ্ধি, গবেষণায় তহবিল বরাদ্দ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যাশা করছেন। কেউ কেউ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে মত দিলেও অনেকে অরাজনৈতিক বা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থন করছেন। সুষ্ঠু ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর ফুটে উঠবে বলে আশাবাদী তাঁরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা ডাকসু নির্বাচনকে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের একটি সাংগঠনিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখছেন। তাঁরা চান নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্যাম্পাসের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, হলের ক্যান্টিনে মানসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণ, গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ, বহিরাগত ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, হিজাব ইস্যুসহ বিভিন্ন

ডাকসু নির্বাচন

- শিক্ষার্থীরা ডাকসুর কাছে ক্যাম্পাসের শিক্ষার মানোন্নয়ন, হলের আবাসন ও খাবারের সুবিধা বৃদ্ধি, গবেষণায় তহবিল বরাদ্দ, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যাশা করছেন

সমস্যার সমাধান এবং ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। শিক্ষার্থীরা ডাকসুকে একটি জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে এবং ক্যাম্পাসে একক ছাত্রসংগঠনের আধিপত্য বন্ধ করতে নিয়মিত নির্বাচনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।

ডিজাস্টার সায়েন্স ও ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স
▶▶ পৃষ্ঠা ১৫ ক. ৫

সুশৃঙ্খল ও শিক্ষার্থীবান্ধব

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বিভাগের শিক্ষার্থী নাইম সামাদ বলেন, 'ডাকসু নির্বাচনে রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে ব্যক্তির ইমেজ, ভিশন ও অবদান প্রধান্য পাওয়া উচিত। ডাকসুকে হলের সুবিধা বাড়ানো, শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, গবেষণায় তহবিল বরাদ্দ এবং ফ্যাসিবাদমুক্ত ক্যাম্পাস গড়তে কাজ করতে হবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর ফুটে উঠবে।'

অপরূপবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সাফায়েত হোসেন সাকিব বলেন, 'অরাজনৈতিক বা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থন করি, কারণ এতে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রভাব থাকবে না। ডাকসুকে শিক্ষার মানোন্নয়ন, বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যাম্পাসের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশ তৈরি হবে।'

আইন বিভাগের শিক্ষার্থী সাদ আরমান নাকিস বলেন, 'ডাকসু নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাই। কারণ তাদের প্রজ্ঞা ও দলীয় সমর্থন শিক্ষার্থীদের জন্য কাজে সহায়ক। নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের সমস্যার সমাধানে সুশৃঙ্খল মাধ্যম। সুষ্ঠু নির্বাচনে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বে ভারসাম্য আসবে।'

সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী তারেক

মাহমুদ বলেন, 'রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্ব চাই, যারা শিক্ষার্থীদের দাবি আদায়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। ডাকসুকে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের সব সমস্যার সমাধান করতে হবে। নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী, কারণ নতুন বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদমুক্ত ও আধুনিক ক্যাম্পাস চাই। নির্বাচনের মাধ্যমে একক ছাত্রসংগঠনের আধিপত্য বন্ধ হবে।'

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী হাবিব উল্লাহ বলেন, 'রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক যে-ই হোন, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে সৎভাবে কাজ করবেন—এমন নেতৃত্ব চাই। রাজনৈতিক নেতারা প্রায়ই দলের স্বার্থকে প্রাধান্য দেন, আর অরাজনৈতিক নেতারা দলকে কম থাকে। রাজনৈতিক চাপমুক্ত ক্যাম্পাসে ডাকসু শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছার ওপর নির্বাচনের প্রভাব হারী হওয়া নির্ভর করবে।'

শিক্ষার্থীদের মতে, ডাকসু নির্বাচন ক্যাম্পাসে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবং শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া কার্যকরভাবে প্রশাসনের কাছে তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাদের ভাষা, অতীতের ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি ও একক ছাত্রসংগঠনের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে সুষ্ঠু নির্বাচন অপরিহার্য।